লোকসংস্কৃতি : দেশে-দেশান্তরে

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী • ড. দীপঙ্কর মল্লিক
ড. গোপাল চন্দ্র বাইন

লোকসংস্কৃতি : দেশে-দেশান্তরে

সম্পাদনা

অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী

ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক দীপঙ্কর মল্লিক

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

অধ্যাপক গোপল চন্দ্র বাইন

বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

যৌথ প্রকাশনা

প্রকাশনা

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

বেলুড় মঠ, হাওড়া

পরিবেশক

দিয়া পাবলিকেশন

৪৪/১এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

LOKASANSKRITI : DESHE-DESHANTARE

Published by *Swami Shastrajnananda*
Principal, Ramakrishna Mission Vidyamandira
Belur Math, Howrah
West Bengal
Phone : 033-2654-9181/9632

Collaboration with

Diya Publication
44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 9836733383/9836733393
e-mail : diyapublication@gmail.com
website : www.diyapublication.in

ISBN : 978-93-82094-99-9

প্রথম প্রকাশ
জুন, ২০১৬

মূল্য : ৪০০ টাকা

ভূমিকা

> বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছু কাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে, সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।
>
> (রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩ খণ্ড, পৃ. ৬৬৫)

নগর জীবনের জাতক হয়েও লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের সীমা ছিল না। ছড়া সম্পর্কে যে বক্তব্য তিনি প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে দিয়ে লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতির নান্দনিক তাৎপর্যের গভীরতা সহজেই অনুধাবন করা যায়। লোকসংস্কৃতি বলতে কোনো অশিক্ষিত প্রান্তিক মানুষের প্রাত্যহিক দিনলিপি বোঝায় না। আসলে নগর সংস্কৃতি অতি দ্রুত বদলে নেয় নিজেকে; বিশ্বায়নের চাদর জড়িয়ে নিজেকে হিম-শীতল ভুবনডাঙার বাসিন্দা করে নেয়।

কিন্তু লোকায়ত সংস্কৃতি শৌখিন নয়, নির্দিষ্ট পরিসরে আবদ্ধ নয়। আবেগসর্বস্ব সংস্কৃতি-বিলাসী নাগরিকের সঙ্গে লোকায়ত মানুষের চিন্তা-চেতনা, জীবনদর্শনের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। লোকসংস্কৃতির মধ্যে প্রবাহমান মানবসমাজের মনন-মেধা, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-কল্পনা-উপলব্ধি সঞ্চিত থাকে; কিন্তু তা পাললিক শিলায় জমে থাকা জীবাশ্মের মতো নয়—বরং বল্মীকস্তূপের মধ্যে রাম-নামের মাহাত্ম্যে জেগে থাকা বাল্মীকির মতো তার সেই প্রাণসত্তা।

লোকায়ত মানুষের জীবন-যাপন, চিন্তা-চেতনা, আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস-সংস্কার, ধ্যান-ধারণা ও প্রাত্যহিক জীবনের পরিচয় নিহিত থাকে লোকসংস্কৃতির রত্নভাণ্ডারে।

রূপকথা, লোককথা, উপকথা, মিথকথা বা লোকপুরাণ—অতীত-ইতিহাস ও ঐতিহ্যের যে হাজারদুয়ারী, তার সমস্ত দরজা জানালা খুলে দিয়ে সংস্কৃতির প্রাঙ্গণে প্রতিনিয়ত

আহ্বান জানায়। তাই লোকায়ত সংস্কৃতি হল ঐতিহ্যনিষ্ঠ ও জীবনঘনিষ্ঠ। বিবর্তনের ধারায় নগরসংস্কৃতি মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেলেও লোকসংস্কৃতি জাতির মূল ঐতিহ্যকে ধারণ করে রাখে।

বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ্ ড. বরুণকুমার চক্রবর্তীর পরামর্শে ও পরিকল্পনায় 'ফোকলোর কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া' ও 'রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির', বাংলা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে লোকসংস্কৃতি চর্চার যে আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে বিশিষ্ট বক্তারা প্রমাণ করেছেন লোকসংস্কৃতি আসলে শিষ্ট সমাজের জননী। 'লোকসংস্কৃতি চর্চা : দেশে-দেশান্তরে' শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী আলোচনা চক্রের যে আয়োজন করা হয়েছিল, তারই মুদ্রিত রূপ হল বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি। এই গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক অধ্যাপক, গবেষক ও প্রাবন্ধিকদের আমরা অভিনন্দন জানাই।

জুন ২৮, ২০১৬

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

সূচি

বরুণকুমার চক্রবর্তী
সংস্কারে ঐক্য
১১

দীপঙ্কর মল্লিক
'নাগিনী কন্যার কাহিনী' : লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি
১৮

শুভঙ্কর রায়
লোকায়ত সংস্কৃতি এবং বিজন ভট্টাচার্য-র নাটক
৩৩

গোপাল চন্দ্র বাইন
পটচিত্র ও বাংলা সাহিত্য
৪০

লক্ষ্মী সাহা
লোককথা ভারতীয় জীবন : প্রাসঙ্গিকতা
৫৫

বিধান বিশ্বাস
আলপনা যেমন দেখেছি
৬২

সুমন কুমার গাঁতাইত
দিঘার ঝিনুক শিল্প
৬৭

তপন বর
সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি : লৌকিক দেব দেবী ও সম্প্রীতি প্রসঙ্গ
৭০

পিয়ালী খাঁ
ব্রতের ছড়া : মানব-মনের আয়না
৮১

শর্মিষ্ঠা দে বসু
বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি
৮৯
অর্পিতা প্রধান
পটচিত্র ও বিজ্ঞাপন
১০৬
সুজাতা সরকার
লোকসংগীতে রঙের প্রতিফলন
১১৫
তুষার নস্কর
উত্তরবঙ্গ : পরিবেশ ভাবনা ও লোকাচার
১১৯
মানস ভট্টাচার্য্য
আলকাপ, একটি বিস্মৃতপ্রায় লোকশিল্প
১২২
রত্না সাহা
লোকসংস্কৃতিচর্চার প্রাসঙ্গিকতা
১২৫
সৌমেন দাশ
লোকসংস্কৃতিচর্চা : লোককবির স্বতঃস্ফূর্ততা বনাম
বুদ্ধিজীবীর সচেতন সাহিত্যবিলাস
১৩১
কুন্তল সিন্‌হা
উত্তরবঙ্গের লোকগানের অঙ্গনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাদ্বয় নায়েব আলি ও
টেপু মিঞা
১৩৫
চণ্ডীচরণ মুড়া
পশ্চিম রাঢ়বঙ্গের কৃষিকেন্দ্রিক লোকাচার, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার
১৩৯
দেবলীনা দেবনাথ এবং সুমন চ্যাটার্জী
বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বাঙালির বিবর্তিত খাদ্যসংস্কৃতি
১৫১
গৌতম দন্ডপাট
কবি ভবতোষ শতপথীর কবিতায় জঙ্গলমহলের লোক-উৎসব
১৫৪

ঋতম্ মুখোপাধ্যায়
রূপকথার পশু-পাখি : সহাবস্থানের শিক্ষা
১৬৩
মহ. আসফাক আলম
মুসলিম বিয়ের গীত
১৬৮
রমা দাস
তিস্তা-তোর্সা অববাহিকা অঞ্চলের লোকঐতিহ্য ঃ
প্রসঙ্গ গ্রাম নামে শিব
১৮৪
সোমা মুখোপাধ্যায়
বিশ্বায়ন থেকে বিশ্ববাংলা : পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পের চর্চাচিত্র
১৯২
পৌলোমী রায়
লোকসংস্কৃতির বিশ্বজনীনতা এবং বিশ্বায়ন
২০০
নবনীতা প্রামাণিক
ঝাপ্‌ড়ি ঠাকরান বা বসনধারীর ব্রত
২০৮
জ্যোতির্ময় রায়
রাজবংশী লোকসংস্কৃতি চর্চা : প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গ
২১২
পম্পা মুখোপাধ্যায়
ঠাকুরমা'র ঝুলি ও দাদামশা'য়ের থলে—
বঙ্গসংস্কৃতির পাতা থেকে
২২২
মালবিকা মণ্ডল
বিবাহসংস্কৃতি ও বাঙালি খ্রিস্টান সম্প্রদায়
২৩১
ব্যাসদেব ঘোষ
লোকক্রীড়ায় সমাজভাবনা
২৩৯

শেখর সরকার
ভাওয়াইয়া : সেকাল ও একাল
২৫০
মাধুরী সরকার
পরিবেশ সংরক্ষণ ও লোকসংস্কৃতি
২৫৭
ইন্দ্রাণী দত্ত শতপথী
ছৌ দেশে দেশান্তরে
২৬২
পারমিতা চৌধুরী
বাংলা কথাসাহিত্যে (১৯৮০-২০১০) 'লোকসংস্কৃতি' তথা 'লোকসাহিত্য'ধর্মী প্রবণতার বৈচিত্র্য সন্ধান
২৬৯
অভিজিৎ মাইতি
বিবেকানন্দের বাংলা প্রবন্ধে লোকসংস্কৃতির প্রয়োগ, শৈলী ও তত্ত্ব-সন্ধান
২৮২
রামকৃষ্ণ মণ্ডল
আনন্দ নিকেতনে সংরক্ষিত বাংলার পটচিত্র : একটি সমীক্ষা
৩১৫
শোভনলাল বিশ্বাস
লোকসংস্কৃতি ও লোকপূজা
৩২১
সুদীপ্ত বেতাল
প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত :
মানবেতর প্রাণীর উদ্ভবের প্রেক্ষাপট
৩২৪
Nandini Banerjee
EUROPEAN CIVIL SERVANTS AND MISSIONARIES IN INDIA AS FOLKTALE COLLECTORS (1838-1878)
৩৩৩
লেখক পরিচিতি
৩৪১

সংস্কারে ঐক্য

বরুণকুমার চক্রবর্তী

> It has been said that man is a religious animal, but it could equally be averred that he is a superstitious one.

১॥

সন্তানের জন্মকেন্দ্রিক

আমরা বিশ্বাস করি, প্রথম সন্তানটি কন্যা হলেই শ্রেয়। আমেরিকার Marine এবং Massa Chusetts-এ প্রচলিত সংস্কারটি হল—

> First a daughter, then a son,
> The world is well begun.
> First a son, then a daughter,
> Troubles follow after.

২॥

চুল নখ কাটা বিষয়ক

চুল, নখ এসব হল মানবদেহের অংশ। এগুলির সাহায্যে যার চুল বা নখ তার ক্ষতি করা সম্ভব, এই জাদুবিশ্বাস প্রচলিত। এমনকী সপ্তাহের যে কোনো দিন চুল বা নখ কাটতে নেই। নির্দিষ্ট দিনেই নখ বা চুল কাটতে হয়। শনিবারে নখ কাটতে নেই, কাটলে ভাইয়ের দোষ হয়। শুক্রবারে নখ কাটা নিষিদ্ধ। কারণ—

> শুক্রবারে কাটে নখ
> সেই সঙ্গে কাটে মুখ

জন্মদিনে নখ ও চুল কাটতে নেই। অশৌচ অবস্থায় নখ, চুল কাটতে নেই, দাড়িও কামাতে নেই। জামাইষষ্ঠীর দিন চুল কাটা ও দাড়ি কামানো নিষিদ্ধ। বৃহস্পতির লক্ষ্মীবার, ওইদিন চুল কাটা নিষেধ। ইংলন্ডে চুল কাটা সম্পর্কিত প্রচলিত সংস্কার ভিত্তিক ছড়ার কথা বলি যেখানে চুল কাটার সর্বোত্তম দিন রূপে শুক্রবারকে বলা হয়েছে—

Best never enjoyed if Sunday shorn,
And likewise leave out Monday,
Cut Thursday and you'll never grow rich,
Likewise on a Saturday.
But live long if shorn on a Tuesday,
And best of all is Friday.

৩॥

ঝাঁটা কেনা

ভদ্রামাসে ঝাঁটা কিনতে নেই। পৌষ মাসেও ঝাঁটা কেনা নিষিদ্ধ। ভাদ্র-কার্তিক-পৌষ এবং চৈত্রমাসে ঝাঁটা নতুন করে বাঁধতে নেই। ইংলন্ডের কোনো কোনো অঞ্চলে 'মে' মাসে ঝাঁটা কেনা হয় না, মে মাসে ঝাঁটা কিনলে বন্ধুরা সব চলে যায়।

৪॥

বিপদের পুনরাবৃত্তি সংক্রান্ত

বিপদ কখনো একা আসে না। একবার একটি বিপদ ঘটলে পর পর আরও কয়েকটি বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। আমেরিকানরাও বিশ্বাস করেন— 'bad things happen in threes'. ইংলন্ডের প্রচলিত সংস্কারটি হল—'one disappointment is followed by two others.

৫॥

রবিবার সংক্রান্ত সংস্কার :

রবিবারে বাঁশ কাটতে নেই। রবিবার হল আঁটকুড়োবার, তাই ঐ দিন নতুন কাপড়ও পরতে নেই। আমেরিকাতেও রবিবার নিয়ে নানা সংস্কার প্রচলিত। রবিবার চুল কাটতে নেই, নখ কাটতে নেই, এমনকী বিছানায় নতুন চাদরও পাততে নেই, রবিবার নিয়ে জনপ্রিয় সংস্কারটি হল— 'Never make plans on a Sunday'। কারণ রবিবার দিন কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করলে সম্ভবত তা সার্থক হয় না।

৬॥

অতিথির আগমন সম্পর্কিত পূর্বাভাস সম্পৃক্ত সংস্কার

অতিথির আগমন সম্পর্কিত নানা সংস্কার রয়েছে। যেমন— জোড়া শালিখ ডেকে গেলে অতিথির আগমন ঘটে। হাত থেকে কোনো জিনিস পড়ে গেলে অতিথি আসে। দুজনের মুখ থেকে যদি একই কথা বের হয়, বুঝতে হবে শীঘ্রই অতিথির আগমন ঘটবে। খাবার সময় হাঁচি হলে অতিথির আগমন সূচিত হয়,

বেড়াল মাটিতে মুখ ঘষলে অতিথি আসে। হাত থেকে চিরুনি পড়ে গেলে অতিথির আগমন ঘটে। স্কটল্যান্ডের মানুষ বিশ্বাস করেন, যদি হাত থেকে তোয়ালে পড়ে যায়, তাহলে অতিথির আবির্ভাব ঘটবে।

৭॥

বিবাহ সংক্রান্ত সংস্কার :

আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ এবং চৈত্র মাসে বিবাহ হয় না। এগুলি অকাল মাস। এক গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। বলা হয়েছে, 'ঘর আর বর, মাঘ ফাগুনে কর'। ভাদ্র মাস মল মাস, বিবাহ হয় না। জন্মবারে বিবাহ নিষিদ্ধ। জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্র বা কন্যার বিবাহ হয় না। পাশ্চাত্যে 'মে' মাস বিবাহের জন্য অনুপযুক্ত। স্কটল্যান্ডে প্রচলিত সংস্কারটি হল—'Marry in may, rue for aye'। ইংল্যান্ডের সর্বত্র প্রচলিত আর একটি সংস্কার হল—'Marry in Lent, you'll live to repent'।

৮॥

জোড়া ভুরু সংক্রান্ত সংস্কার :

জোড়া ভুরু যার সেই ব্যক্তি খুবই সৌভাগ্যবান হন। ইংল্যান্ডের কোনো কোনো অঞ্চলে বিশ্বাস প্রচলিত আছে, জোড়া ভুরুর অধিকারী ব্যক্তি বিবাহের পোশাক পরার সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। স্কটল্যান্ডে জোড়া ভুরুর অধিকারীকে আদর্শচ্যুত বলে গণ্য করা হয়। এমনও সংস্কার রয়েছে পাশ্চাত্যে যার জোড়া ভুরু তার মৃত্যু হয় ফাঁসি কাঠে। গ্রিসে জোড়া ভুরুর অধিকারীকে রক্ত শোষক পিশাচ বলে গণ্য করা হয়। ডেনমার্ক, জার্মানি এবং আইসল্যান্ডে জোড়া ভুরুর অধিকারীকে বলা হয় 'werewolf'; আইসল্যান্ডে এই ধরনের মানুষকে বলা হয় 'hamrammr'। এর অর্থ হল— যে নাকি নিজের আকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে দক্ষ। পাশ্চাত্যের কোথাও কোথাও আমাদের মতো বিশ্বাস করা হয় 'meeting eyebrows never know troubles'।

৯॥

হাতের তালু চুলকানো সংক্রান্ত সংস্কার :

আমাদের দেশে ডান হাতের তালু চুলকালে লাভের ইঙ্গিত বহন করে, বাম হাতের তালু চুলকালে তা ক্ষতির ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু আমেরিকায় এর ঠিক উল্টো সংস্কার রয়েছে। বাম হাতের তালু চুলকালে তা লাভের ইঙ্গিতবাহী। ডান হাতের তালু চুলকালে তা ইঙ্গিত দেয় ক্ষতির।

১০॥

এক তারা দেখা সম্পর্কিত সংস্কার :

আমাদের দেশে সন্ধ্যায় এক তারা দেখা দুর্ভাগ্য জনক। কিন্তু ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় সন্ধ্যাবেলা এক তারা দেখা সৌভাগ্য-সুখের ইঙ্গিতবাহী। মানে কোনো গোপন ইচ্ছা থাকলে তা গোপনে রেখে এই ছড়াটির আবৃত্তি করতে হয়, করলে গোপন ইচ্ছা ফলবতী হয়। ছড়াটি হল—

Star light Star Bright,
First Star I see to night
I wish, I may, I wish I might,
Have the Wish I wish to-night

১১॥

যাত্রা সংক্রান্ত সংস্কার

যাত্রার সময় হাঁচি হলে যাত্রা নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে প্রচলিত বক্তব্য এমন— 'হাঁচি টিকটিকি বাধা,/যে না মানে সে গাধা।' কিন্তু জাপানে একবার হাঁচি হলে বিশ্বাস করা হয় যে, অন্য কেউ তাহলে উচ্চ প্রশংসা করছে তার সম্পর্কে।

১২॥

সংস্কারে হাঁচি

হাঁচি নিয়ে নানান সংস্কার। যাত্রাকালে হাঁচি হলে যাত্রা নাস্তি। কোনো বিষয়ে কথা বলার সময় যদি কেউ হাঁচি দেয়, ধরে নেওয়া হয় বক্তা সত্য কথন করছে। একে বলে সত্যি হাঁচি। হাঁচির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা কী? কোনো রোগ জীবাণু যা নাকি মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক এসব পদার্থ যদি নাকের ভেতর দিয়ে শরীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে, নাকের স্নায়ুতন্ত্রগুলি বের করে তাকে বহিষ্কারে উদ্যত হয়। সেই কারণেই হাঁচি, অথচ এই হাঁচি নিয়ে পৃথিবীর নানান দেশে কতই না সংস্কার গড়ে উঠেছে। ইংল্যান্ডে তো হাঁচিকেন্দ্রিক সংস্কার নিয়ে একটি ছড়া তৈরি হয়েছে—

Sneeze on Monday, Sneeze for danger,
Sneeze on Tuesday, kiss a stranger,
Sneeze on wednesday, get a letter,
Sneeze on Thursday, Something better,
Sneeze on Friday, sneeze for sorrow,
Sneeze on Saturday, see your true love tomorrow,
Sneeze on sunday, the devil will have you the rest of the week.

ওয়েল্‌সের অধিবাসীরা হাঁচিকে দুর্ভাগ্যের সূচক বলে মনে করে। কোনো ব্যক্তি কথা বলতে বলতে যদি হেঁচে ফেলে সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় সে সত্য কথা বলছে, এটি আমেরিকার প্রচলিত সংস্কার। খাবার টেবিলে খেতে বসে যদি কেউ হাঁচে বিশ্বাস করা হয় ঐ ব্যক্তি পরবর্তী আহার্য গ্রহণের আগেই নতুন কোনো বন্ধু লাভ করবে। চিনারা বিশ্বাস করে নববর্ষের ঠিক প্রাক্‌কালে যদি কেউ হেঁচে ফেলে, নতুন বছর তার খুব খারাপভাবে অতিবাহিত হবে।

হাঁচির সংখ্যা যদি এক ছাড়ায় তবে বুঝতে হবে অন্যে নিন্দা-মন্দ করছে। গ্রিক ও রোমানরা বিশ্বাস করেন হাঁচি হল আত্মার সতর্কীকরণ। ভবিষ্যতে ভাল বা মন্দ কিছু একটা ঘটতে চলেছে হাঁচি তারই পূর্বাভাস। সায়ামিজরা বিশ্বাস করেন ভগবান সর্বদা বিচারের খাতার পাতা উলটে চলেছেন। যখনই তিনি ব্যক্তি বিশেষের নাম নিয়ে পর্যালোচনা করেন, তখনই ঐ বিবেচ্য ব্যক্তির হাঁচি হয়। Estonia-তে যদি দুজন গর্ভিণী একসঙ্গে হাঁচে, তাহলে তারা যমজ সন্তান লাভ করবে বলে ধরে নেওয়া হয়। গ্রিক ঐতিহাসিক থুকিদিদিস হাঁচিকে মড়ক বা মহামারীর লক্ষণ বলে গণ্য করার মানসিকতা লক্ষ করেছিলেন। থুকিদিদিস ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে রেওয়াজ ছিল কেউ হাঁচলে সঙ্গে সঙ্গে মাথার টুপিটি খুলে ধরা।

১৩॥

জোড়া ফলভক্ষণ কেন্দ্রিক সংস্কার

আমাদের দেশে প্রচলিত সংস্কার হল মহিলারা যদি জোড়া ফল খায় তবে তাদের যমজ সন্তান হয়। অস্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত সংস্কার, গর্ভাবস্থায় কোনো রমণী যদি জোড়া ফল খায় তাহলে সে যমজ সন্তান লাভের আশা করতে পারে।

১৪॥

মৃত্যুকেন্দ্রিক সংস্কার

কারো মৃত্যু সংবাদ ভুল প্রমাণিত হলে তার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়। সমগ্র ইউরোপে বিশেষত জার্মানিতে এই সংস্কার প্রচলিত, কোনো ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ যদি রটে এবং সেই রটনা যদি স্বেচ্ছাকৃত না হয় তবে যে ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ রটে তবে কমপক্ষে দশ বছর আয়ু বৃদ্ধি পায়।

১৫॥

খেতে বসা অবস্থায় গান

আমাদের দেশে ভোজনকালীন সময়ে গান গাওয়া নিষিদ্ধ। কারণ তাতে লক্ষ্মী বিরূপ হন। আহার্য দ্রব্য পরবর্তীতে জোটে না। ইংল্যান্ডে প্রচলিত সংস্কার

খাবার টেবিলে বসে কেউ যদি গান করে তবে তার কর্মক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা। অবিবাহিতা মেয়ে খাবার টেবিলে বসে গান করলে তার কপালে জোটে মাতাল স্বামী। ফরাসিরা বিশ্বাস করে খাবার টেবিলে গান করলে দারিদ্র্য দেখা দেয়। আমেরিকায় খাবার টেবিলে গান করলে তাকে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়।

১৬॥

লবণ সংক্রান্ত

লবণ নিয়ে নানা সংস্কার লোকায়ত সমাজে প্রচলিত আছে। হাতে করে লবণ দিতে নেই কারণ লবণ হল ক্ষয়কারক। একবার হাতে লবণ লাগলে তা না ধোয়া পর্যন্ত হাতেই লেগে থাকে এই অনবধানতাবশত সেই হাত চোখে গেলে চোখ জ্বালা করে। রাশিয়া, ইংল্যান্ড এবং ইতালিতে কোনো বন্ধু অপর বন্ধুকে প্রত্যক্ষভাবে লবণ দেয় না। এমনকী কোনো গৃহস্বামীও অতিথিকে লবণ দেয় না। কেননা, এমন লোকবিশ্বাস রয়েছে যে, এর ফলে দুর্ভাগ্যসূচিত হয়।

১৭॥

ভাঙা আয়নাকেন্দ্রিক সংস্কার

ইয়র্কশায়ারের অধিবাসীরা বিশ্বাস করেন কেউ যদি আয়না ভাঙে, তাহলে সে তার শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে হারায়। এমনও সংস্কার রয়েছে, আয়নাভাঙার অর্থ পরবর্তী সাতটি বছর দুর্ভাগ্যের বলি হওয়া। আমরাও বিশ্বাস করি আয়না ভাঙলে বারো বছর পর্যন্ত দুঃখে কাটে।

১৮॥

হাসি ও সংস্কার

'যত হাসি তত কান্না/বলে গেছে রাম সান্না'। খুব বেশি হাসলে খুব কাঁদতে হতে পারে। Lincoinshire-এ প্রচলিত সংস্কার, প্রার্থনা করার আগে হাসি খারাপ। তবে পাশ্চাত্যের বহু দেশে এই সংস্কারটি প্রচলিত, যে ব্যক্তি খুব হাসে তার আয়ুষ্কাল সীমিত হয়ে যায়।

১৯॥

শিশুর বালিশের তলায় কিছু রাখা

ঘুমন্ত শিশুর বালিশের তলায় আমরা কাজললতা রাখি, উদ্দেশ্য সকল প্রকার অশুভ শক্তির প্রকোপ থেকে তাকে রক্ষা করা। ইউরোপে একই উদ্দেশ্যে ঘুমন্ত শিশুর বালিশের তলায় রেখে দেওয়া হয় লোহার চাবি।

২০॥

লোহা ও সংস্কার

সংস্কারের সঙ্গে লোহার গভীর সংস্কার রয়েছে। সদ্য প্রসূতি আঁতুড় ঘরের বাইরে গেলে প্রথম একুশদিন পর্যন্ত সঙ্গে কাস্তে রাখে। বিয়ের দিন সকালে ভাবী বর ও কনের হাতে লোহার যাঁতি থাকে। অর্থাৎ লোহার সঙ্গে শুভ শক্তির একটি সংযোগ রয়েছে। পাশ্চাত্য দেশের পড়ুয়ারা অনেকে শীতল লৌহ স্পর্শ করে বাঞ্ছিত সুখের আশায়।

এভাবে সংস্কার জুড়ে রয়েছে আমাদের মনের পাতাল পর্যন্ত।

‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’ : লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি

দীপঙ্কর মল্লিক

> তোমার কলমের স্থূলত অপবাদ কে বা কারা দিয়েছেন জানিনা, তবে আমার মনে হয় তোমার রচনায় সূক্ষ্ম-স্পর্শ আছে, তোমার কলমে বাস্তবতা সত্য হয়েই দেখা দেয় তাকে বাস্তবতার কোমর বাঁধা ভান নেই, গল্প লিখতে বসে যারা গল্প না লেখাটাকেই বাহাদুরি মনে করেন তুমি যে তাঁদের দলে নাম লেখাওনি, এতে খুশি হয়েছি।

জহুরি চেনেন আসল রত্ন। আর সেই জহুরী যদি রবীন্দ্রনাথ হন, তাহলে তো প্রশ্নই নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা সত্ত্বেও জীবিতকালে তারাশঙ্কর প্রত্যাশিত সম্মান পাননি। ১৯৩১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি লিখেছেন অসংখ্য উপন্যাস। সবগুলিকে কালজয়ী বলা হবে কিনা তা নিয়ে সমালোচকরা নানা অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। তবু একথা পাঠক, আলোচক, সমালোচক প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন যে, বিশ শতকের চারের দশকে লেখা উপন্যাসগুলি শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, এমনকী শুধু ভারতীয় সাহিত্যেও নয়; বিশ্বসাহিত্যে অমূল্য সংযোজন। আর সেই সংযোজনে ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, কবি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী অবশ্যই কালজয়ী সৃষ্টি।

‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’ তারাশঙ্করের উপন্যাসধারায় নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রম। এই লেখকের ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ পড়ে অভিভূত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যা বলেছিলেন, তা থেকে তিনটি মূল্যবান বক্তব্য তুলে আনলে ঝিনুকে মুক্তো দর্শনের প্রাপ্তি ঘটবে বলে আশা করা যায়—

> ১॥
> ব্রাত্য, মন্ত্রহীন ভারতবর্ষের যুগান্তরের দোলা যেন রূপকচ্ছলে এতে আত্মপ্রকাশ করেছে।
> ২॥
> চলমান যুগের তিনি সার্থক কাহিনিকার।

৩॥

গণসাহিত্যের নির্ভীক অগ্রদূত।

এই উদ্ধৃতি এখানে স্মরণ করার কারণ হল—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর তারাশঙ্কর বাংলা উপন্যাসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য কাহিনিকার। বিশেষত জনজাতি সমাজ, লোকায়ত সমাজ ও অন্যান্য নিম্নবর্গের জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে আর কেউ সেভাবে ভাবেননি। এখন অনেকে ভাবছেন ঠিকই; কিন্তু সেই ভাবনার সবটুকু দেশের মানুষকে জানার ইচ্ছায় ততোখানি নয়; যতখানি ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত আবেগনির্ভর। ফলে এখনকার লেখায় কোনো বিশেষ বর্গের মানুষের প্রয়োজনের ডকুমেন্টস হয়ে উঠেছে লেখকের সৃষ্টিপ্রতিমা। ফলে সে উপন্যাসে তথ্য, নিষ্ঠা, গবেষণা আছে ঠিকই; কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কার ছাড়া প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়নি।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাস পাঠে যে বিষয়গুলি উঠে আছে; তার মূল ফোকাস হয়ে দাঁড়ায় জনজাতির গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবনসংস্কৃতির বহু বর্ণায়িত চালচ্চিত্র। একে চলচ্চিত্র বা ডকুমেন্টারি ফিল্মও বলা যায়। যেমন—

১॥

গোষ্ঠীর কথা

নগরবিলাসী মানুষের বাইরে লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির মানুষজনকে সাহিত্যভুবনে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসে তারাশঙ্কর ছুটেছেন বেদিয়াপাড়ায়। সেখানে দেখেছেন, দেহাতি বেদে আর প্রস্তর-কঠিন চিকন কালো রঙের মেয়েদের। এদের মধ্যে স্নেহের লেশমাত্র নেই, ভালোবাসার জন্যে আত্মাহূতি নেই; আবার কোথাও নাগরিক চাতুরিও নেই। আদিম প্রকৃতির মতো এরা সহজ, সরল; আবার প্রয়োজনে ভয়াল, ভয়ংকর।

জলাজঙ্গাল পরিবেষ্টিত বাংলার ভূখণ্ডে বেদেরা তাদের বসত গড়ে তোলে। ১৯৭৬ সালের 'The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Order Act' অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ৩৮টি জনজাতি গোষ্ঠীর যে তালিকা প্রকাশ করা হয় তারই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বেদিয়া। পশ্চিম দিনাজপুর ও পুরুলিয়া জেলা তাদের মূল বাসভূমি। ১৯৮১, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন তফশিলি আদিবাসী গোষ্ঠীর জনসংখ্যা অনুযায়ী বেদিয়া বা বেদেরা হলেন প্রায় ৩০,০০০ (২৯,৩৯৬ জন)। ভাষা অনুযায়ী এরা ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

বেদেরা হল ভ্রাম্যমাণ জাতি। তাদের সত্তার অনুসন্ধানে বলা হয়েছে—

> They are jugglers, fortune tellers, rope dancers, beggers, wanderers and bird-killers.[১]

দৈহিক বিচারে বেদেরা হল আদি অস্ত্রাল বংশোদ্ভূত। এদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দেখা যায়—

১. গায়ের রং পাথরের মতো নিকষ কালো।
২. চুল কোঁকড়ানো
৩. দৈহিক গঠন সুঠাম।
৪. উচ্চতা মাঝারি ধরনের।

এদের কোনো স্থায়ী বাসস্থান নেই। জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে এরা ভ্রাম্যমাণ জীবনকেই গ্রহণ করে। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সামাজিক সচলতা, বা 'সোস্যাল মোবিলিটি' থাকে তা এদের মধ্যে দেখা যায় না। এরা মূলত পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করে। কিংবদন্তী অনুসারে চম্পক নগর ছিল এদের পূর্বপুরুষদের দেশ। বর্তমানে সাঁওতাল পরগনা, বাঁকুড়া ছাড়াও ছোটনাগপুর, মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এরা বাস করে।

সর্পনির্ভর জীবনে এরা অভ্যস্ত। সাপ ধরা, বিষ সংগ্রহ করা, সাপ খেলা দেখানো এদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে জড়িত। এছাড়া পশু-পাখি শিকার করেও জীবন-জীবিকা অতিবাহিত করে। আহার্য সংগ্রহের জন্যে সাপ, সজারু, খরগোশ, গোসাপ শিকার করে। মেয়েরা ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মধ্যে দিয়ে অর্থ আয়ের ব্যবস্থা করে। তারাশঙ্কর এদের সম্পর্কে লিখেছেন—

> আর আসত সত্যকারের বেদের দল। তাবু, গরুর গাড়ি, গরু, মোষ, ঘোড়া, কুকুর নিয়ে আসত এক-একটা দল; দলে পুরুষে নারীতে পঞ্চাশ ষাট থেকে চার পাঁচশো পর্যন্ত লোক আসত। নানা ধরনের বেদে দেখেছি। সে কালে বছরে তিনটে চারটে দল আসতই। একেবারে বর্বর, একফালি নেংটি পরা, কালো কষ্টিপাথরের মতো দেহ, তারা পায়ে হেঁটে আসত সঙ্গে থাকত কিছু গরু মহিষ আর এক পাল দারুণ হিংস্রদর্শন কুকুর; এসে গ্রামপ্রান্তে গাছতলায় বাসা গাড়ত, প্রান্তরে প্রান্তরে শিকার করে আনত খরগোশ, সজারু, ইঁদুর, গোসাপ, শেয়াল, বড় বড় ধামিন সাপ। দুপুরে স্তব্ধ গৃহদ্বারে হাঁক উঠত এ খোকার মা, ঝুমঝুমি লেবি? কিনলেও বিপদ, না কিনলেও বিপদ, কোনক্রমে ঝগড়া বাধিয়ে কিছু-না-কিছু কেড়ে নিয়ে পালাত।[২]

সর্পনির্ভর জীবনে অভ্যস্ত বেদেরা মূলত মনসার ভক্ত। তাদের ধর্মাচার, উৎসব-অনুষ্ঠান, নৃত্য-গীত, আচার-বিশ্বাস-সংস্কার, প্রথানির্ভর জীবন-যাপন—সবকিছুতেই মনসার উপস্থিতি লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে আদি- অস্ত্রালদের অনেককিছু আমাদের যাপিত জীবনে মিশে গিয়েছে। ড. অতুল সুর যথার্থই লিখেছেন—